বই তরণী

# ভালোবাসা, নদী হয়ে থাকো




অর্ণব সেন

অধিকাংশ কবি তাঁদের কবিতাচর্চার পরিণতপর্বে সমগ্র কবিতাবলির নির্বাচিত বা বাছাই অথবা 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' জাতীয় সংকলন করেন। এটি একজন কবির কবিতাবিচার বা কবির সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলার পক্ষে পাঠকের কাছে সহায়ক হয়ে ওঠে। বিষ্ণু দে ১৯৫৫-তে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'কোনো লেখকের পক্ষে নিজের রচনাবলীর বিচারে নিরপেক্ষে হওয়া শক্ত, বর্তমানের ভাবনা-চিন্তায় আগের লেখার সার্থকতা নিজের কাছেও বদলায়, এবং এটা নিজের অতীত লেখার বিষয়ে সাক্ষাৎভাবে মমতা বা সন্তোষ না থাকলেও।'

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১৯৭৭-এ শ্রেষ্ঠ কবিতার দেজ প্রকাশিত প্রথম সংস্করণে লেখেন, '... কবিতা ভালো-মন্দেই মিশে যাবে।' সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার (দেজ পাবলিশিং) কবিতা নির্বাচনের দায়দায়িত্ব সোজাসুজি এড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁর যুক্তি, '... কারণ আমি সে ভার নিলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যেত।'

কবি সন্তোষ সিংহও তাঁর 'নির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ' প্রকাশের ক্ষেত্রে কবিতা নির্বাচনের দায় তাঁর অগ্রজ বা সহযোগী কবিদের উপরেই দিয়ে সুবিবেচনার কাজ করেছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ 'সঞ্চয়িতা'-র কবিতানির্বাচনে যে নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন, তা অবিশ্বাস্য। তাঁর অভিমত, 'আধুনিক বাংলা কবিতার উৎপত্তি য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুপ্রেরণায়।' (বাংলা কাব্য পরিচয়/রবীন্দ্রনাথ)।

কবি সন্তোষ সিংহ কলকাতা মহানগরীর যান্ত্রিকতা থেকে সাতশো কিলোমিটারের কাছাকাছি দূরত্বে উত্তরবঙ্গের প্রান্ত-এলাকায় বসবাস করেও তাঁর কবিতার একটা নিজস্ব বাসভূমি এবং মনোভূমি গড়ে তুলেছেন।

তারই কয়েকটি পাঠককে উপহার দেওয়া যাক –

(১) 'তোমার কথা ভাবতে ভাবতেই আমার সমস্ত দুপুর গড়ায়
এবং স্বৈরিণী বিকেল এসে যখন প্রিয় ও কর্মঠ হাত ধরে
আমাকে রাত্রির উঠোনে নিয়ে যায়, অবিরল
তখনও তোমারই কথা ভেবে আমি চাঁদ দেখি ...
চুম্বনের দাগ খুঁজি মরা পাহাড়ের গায়...' (চাঁদের অসুখ)

(২) আগুনও এখন ঠান্ডা
সে এখনও উনুনের শোভা হয়ে আছে
যে জল একদিন দুই তট ছুঁয়ে কলরোল করত
এই সময়-শৈত্যে
সেও এখন তটিনীর কাছে প্রণামের পাথর-প্রতিমা (এই এক সময় যখন)

(৩) ভালোবাসা, নদী হয়ে থাকো
কলতান হয়ে বাজো আমার শরীরে
স্রোত হয়ে ভাসাও আমাকে। (স্বপ্নের কবিতা ঃ সূর্যাস্তের ভাষা ২৩)।

কবি সন্তোষ ছবি আঁকায় আগ্রহী, ছবি কিন্তু কবিতার এক পা আগে থেকে এগিয়ে চলে। চিত্রশিল্পের উল্লেখযোগ্য আন্দোলনগুলোয়, কবিতা আগে, পরে কবিতা, আরও পরে গদ্য আক্রান্ত হয়।

এই সুগ্রন্থিত বইটির কবিতাগুচ্ছ ধারাবাহিকভাবে প্রায় মালার আকারে সাজানো। গাণিতিকভাবে তালিকাটা এইরকম ঃ

(১) বিধ্বস্ত প্রহরে, প্রিয়মুখ (২) রাত্রিভূমি (৩) স্বপ্নের কবিতা ঃ সূর্যাস্তের ভাষা (৪) অতিমর্ত্যদেশ (৫) মণিবন্ধে এঁকেছ ভৃঙ্গার (৬) সদর দরোজা জুড়ে (হলুদ পাতা, জীর্ণ পাতাগুলি) (৭) সদর দরোজা জুড়ে (ঝরাপাতা নষ্টনীড়ে) (৮) সদর দরোজা জুড়ে (ওই দূর্বাদেশে) (৯) সদর দরোজা জুড়ে (সদর দরোজা জুড়ে) (১০) হে মধুর (হে মধুর) (১০) নষ্টপাথর (নষ্টপাথর) (১২) নষ্টপাথর (মৃত্যুবাড়ি) (১৩) নষ্টপাথর (মোহনবাঁশিটি) (১৪) সুদূর কৈশোরের মাঠ।

> উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ কবির কবিতায় যেভাবে উত্তরের প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্যের সঙ্গে তাঁদের কবিতার সাযুজ্যে তৈরি করেন সেখানেই তিনি ভিন্ন পথের পথিক। তাঁর কবিতার প্রকৃতি আসে পরোক্ষভাবে, চিত্রকল্প বা প্রতীক বা পরাবাস্তবতার মোড়কে। জীবনানন্দ দাশ যেমন 'আকাশের ওপারে আকাশ' অনুভব করেন, ফরাসি কবি র‍্যাঁবো যেমন প্রখর ইন্দ্রিয়চেতনাকে প্রখরতর করে তোলেন তেমন সন্তোষও সবচেয়ে বেশি কবিতায় এমনভাবেই অনুভূতির ভিতরের অনুভূতিকে ধরতে চান

আবার সাধারণভাবে উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ কবির কবিতায় যেভাবে উত্তরের প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্যের সঙ্গে তাঁদের কবিতার সাযুজ্যে তৈরি করেন সেখানেই তিনি ভিন্ন পথের পথিক। তাঁর কবিতার প্রকৃতি আসে পরোক্ষভাবে, চিত্রকল্প বা প্রতীক বা পরাবাস্তবতার মোড়কে। জীবনানন্দ দাশ যেমন 'আকাশের ওপারে আকাশ' অনুভব করেন, ফরাসি কবি র‍্যাঁবো যেমন প্রখর ইন্দ্রিয়চেতনাকে প্রখরতর করে তোলেন তেমন সন্তোষও সবচেয়ে বেশি কবিতায় এমনভাবেই অনুভূতির ভিতরের অনুভূতিকে ধরতে চান। চেতন ও অবচেতনের দেয়াল ভেঙে দেওয়াই পরাবাস্তববাদীর কাজ।

'আশার ড্রেসিং টেবিলের দীর্ঘ আয়নার উপর কোনো ছাদ নেই
আমার আয়নায় আকাশ চুঁয়ে পড়ে গাঢ় নীল চুন
ভাঙা ডিমের খোলের মতো দোমড়ানো চাঁদ ঝুলে থাকে
অদ্বিতীয় মুখ খাদের গভীরে'

অতিকায় শহরের শব্দমুখর যান্ত্রিকতা নয়, অনন্ত প্রসাবিত প্রকৃতিমুগ্ধতা নয়, বরং নারীকে – প্রিয় নারীকে মনে হয়, প্রকৃতির মতোই এক শরীরী অথচ অলৌকিক সত্তা। 'ভালবাসার ওজন' কবিতার ঠাসা প্রায় সাড়ে তিন পাতার এক অতীব রহস্যময় প্রেমিকযুগলের হৃদয় উপলব্ধি-অনুভূতি ও শরীরী অভিব্যক্তি, যেখানে পঞ্চম স্তবকে পাই – আমি দূর থেকে দেখি ভালোবাসার পূর্ণ ওজন নিয়ে/পদ্মনাভ আমার টুকু ভেসে আসছে ...। পঞ্চমাঙ্ক নাটকের মতো কবিতা পাঁচটি স্তবকে বিন্যস্ত হয়ে ছড়িয়ে মুগ্ধ ক্যামেরার 'ক্লিক ক্লিক ক্লিক' শব্দে।

২১৬ পাতার এই 'নির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ' বহু অনির্বচনীয় অনুভূতির কাব্যিক ছবি একের পর এক চিত্রমালা এঁকে চলে।

ছন্দচর্চায় কবির দক্ষতার পরিচয় আছে, আছে ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা। একইভাবে শব্দ নিয়ে চলে নানা পরীক্ষা, বিচিত্র চিত্রকল্পমালা তৈরি! তবে একটি অন্য ব্যতিক্রান্ত ধারার কবিতা 'রমণীমোহনের সঙ্গে আলাপ'। টানা গদ্যে ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭ – এই কয়েকটি গদ্যপরিচ্ছেদ যা চরিত্রে গদ্যগন্ধী, কবিতা ও আত্মকথন।

ছন্দচর্চায় কবির দক্ষতার পরিচয় আছে, আছে ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা। একইভাবে শব্দ নিয়ে চলে নানা পরীক্ষা, বিচিত্র চিত্রকল্পমালা তৈরি! তবে একটি অন্য ব্যতিক্রান্ত ধারার কবিতা 'রমণীমোহনের সঙ্গে আলাপ'। টানা গদ্যে ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭ – এই কয়েকটি গদ্যপরিচ্ছেদ যা চরিত্রে গদ্যগন্ধী, কবিতা ও আত্মকথন

'এ বড়ো দহনকাল, রমনীমোহন, এ বড়ো দহনকাল' – এভাবেই আরম্ভ হয়। ১৩- তে আছে – রমনীমোহন, প্রতারণার নামে যারা বিভ্রান্তি ছড়ায়, প্রতারণার চেয়েও তা আরও ভয়ঙ্কর –' সব নয়, শেষে ১৭ নম্বরে চলে যাই – যে জলপিপাসা মেটায়, তারও তো পিপাসা থাকতে পারে, একথা বুঝিনি বলে হঠাৎ-প্লাবনে ঘর ভেসে গেলে অবাক হয়েছি, মতিচ্ছন্ন।' এ ভাবে বোঝানো যায় না, পড়তে হয় গোটা কবিতা!

প্রথমদিকের কবিতায় তারিখ ও সময় দেওয়া না থাকলেও পরের দিকে আছে। 'হে মধুর' বড় কবিতাগুচ্ছ। তৃতীয় কবিতা ঃ 'হে মধুর, তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে কীভাবে খেলেছি/আবির, মত্ত, নষ্ট ফাল্গুনে, কোকিল মেরেছি আমি'।

সন্তোষ সিংহ নিজস্ব ব্যক্তিজীবনে কতটা যত্নবান জানি না, তবে কবিতায় বড় যত্নবান তিনি। প্রায় চার দশক কবিতাচর্চা ধরে রেখেছেন। প্রত্যাশাও অনেক লেখার।

**নির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ ঃ সন্তোষ সিংহ। দিবারাত্রির কাব্য। ২০০ টাকা**